যঈফ ও জাল হাদিস

হাদিস নাম্বারঃ ২৯২

১/ বিবিধ

আরবী

أما ظلمة الليل وضوء النهار فإن الشمس إذا سقطت تحت الأرض فأظلم الليل لذلك وإذا أضاء الصبح ابتدرها سبعون ألف ملك وهي تقاعس كراهية أن تعبد من دون الله حتى تطلع فتضيء فيطول النهار بطول مكثها فيسخن الماء لذلك، وإذا كان الصيف قل مكثها فبرد الماء لذلك، وأما الجراد فإنه نثرة حوت في البحر يقال له
الإيوان، وفيه يهلك. وأما منشأ السحاب فإنه ينشأ من قبل الخافقين، ومن بين الخافقين تلجمه الصبا والجنوب ويستدبره الشمال والدبور، وأما الرعد فإنه ملك بيده مخراق يدني القاصية، ويؤخر الدانية، فإذا رفع برقت، وإذا زجر رعدت، وإذا ضرب صعقت، وأما ما للرجل من الولد وما للمرأة فإن للرجل العظام والعروق والعصب، وللمرأة اللحم والدم والشعر، وأما البلد الأمين فمكة
باطل

أخرجه الطبراني في " الأوسط " (2 / 188 / 2 / 7891) من طريق محمد بن عبد الرحمن السلمي أخبرنا أبو عمران الحراني يوسف بن يعقوب أخبرنا ابن جريج عن عطاء عن جابر بن عبد الله أن خزيمة بن ثابت وليس بالأنصاري قال: يا رسول الله أخبرني عن ضوء النهار وظلمة الليل وعن حر الماء في الشتاء وعن برده في الصيف، وعن البلد الأمين، وعن منشأ السحاب، وعن مخرج الجراد، وعن الرعد والبرق وعما للرجل من الولد وما للمرأة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فذكره
وقال الطبراني: لم يروه عن ابن جريج إلا أبو عمران الحراني، تفرد به محمد بن عبد

الرحمن السلمي
قلت: هو مجهول كشيخه، وقال الهيثمي: رواه الطبراني في " الأوسط "، وفيه يوسف بن يعقوب أبو عمران ذكر الذهبي هذا الحديث في ترجمته ولم ينقل تضعيفه عن أحد قلت: روايته مثل هذا الحديث كافية في تضعيفه فقد قال الذهبي في ترجمته: إنه خبر باطل، والراوي عنه مجهول واسمه محمد عبد الرحمن السلمي، وأقره الحافظ في اللسان

বাংলা

২৯২। রাতের অন্ধকার আর দ্বীনের আলো; যখন সূর্য যমীনের নীচে চলে যায় তখন তার কারণে রাত অন্ধকার হয়ে যায়। যখন সকাল আলোকিত হয় তখন সত্তর হাজার ফেরেশতা তার (সূর্যের) দিকে অগ্রগামী হয়, এমতাবস্থায় তার পিছনে পড়ে যায় আল্লাহ ব্যাতিত অন্য কারো ইবাদত করাকে অপছন্দ করে, সূর্যোদয় হয় আলো ছাড়ানো পর্যন্ত। ফলে দিন দীর্ঘ হয় তার দীর্ঘ অবস্থান দ্বারা এবং তার কারণে পানি গরম হয়ে যায়। যখন গ্রীষ্মকাল হয় তখন তার অবস্থানের সময় কমে যায়, যার জন্য পানি ঠাণ্ডা হয়ে যায়।

গলদা চিংড়ি; সেটি হচ্ছে সামুদ্রিক মাছের লৌহ বস্ত্রধারী মাছ। তাঁকে বলা হয় ঈওয়ান (প্রাসা’দ), তাতেই সে ধ্বংস হয়ে যায়।

মেঘমালার উৎস স্থল; তা উৎপন্ন হয় পূর্ব-পশ্চিমে দুই প্রান্তের দিক থেকে এবং দুই প্রান্তের সম্মুখ হতে। তাঁকে লাগাম লাগিয়ে দেয়া পশ্চিম এবং দক্ষিনা হাওয়া এবং তার পিছু ধাওয়া করে উত্তরের এবং পূর্বের দিকের হাওয়া।

মেঘের গর্জন; সে এক ফেরেশতা যার হাতে রয়েছে একটি আঁচড়ানী সে দূরবর্তীকে নিকটে আনে এবং নিকটবর্তীকে দূরে সরিয়ে দেয়। সে যখন তাঁকে উঁচু করে তখন বিদ্যুৎ চমকায়, যখন ধমকায় তখন গর্জন করে এবং যখন প্রহার করে তখন বজ্রপাত করে।

সন্তানদের কোন কোন অংশ পুরুষের আর কোন কোন অংশ নারীর; পুরুষের হচ্ছে হাড়, ঘাম ও মানসিক শক্তি আর নারীর হচ্ছে মাংস, রক্ত ও চুল। নিরাপদ শহর হচ্ছে মক্কা।

হাদীসটি বাতিল।

এটি তাবারানী “মুজামুল আওসাত” গ্রন্থে (২/১৮৮/২/৭৮৯১) মুহাম্মাদ ইবনু আব্দির রহমান সুলামী সূত্রে আবু ইমরান হতে ... বর্ণনা করেছেন। তাবারানী বলেনঃ ইবনু জুরায়েজ হতে আবূ ইমরান হাররানী ছাড়া অন্য কেউ বর্ণনা করেননি। মুহাম্মাদ ইবনু আব্দির রহমান সুলামীও এককভাবে বর্ণনা করেছেন।

আমি (আলবানী) বলছিঃ তিনি (মুহাম্মাদ) তার শাইখ-এর ন্যায় মাজহুল। হায়সামী বলেনঃ যাহাবী আবু ইমরানের জীবনীতে এ হাদীসটি উল্লেখ করেছেন অথচ তাকে দুর্বল আখ্যা দিয়েছেন এমন কথা কোন ব্যক্তি হতে বর্ণনা করেননি।

আমি (আলবানী) বলছিঃ এরূপ হাদীস বর্ণনা করাই তার দুর্বল হওয়ার জন্য যথেষ্ট। যাহাবী তার জীবনীতে বলেনঃ এ খবরটি বাতিল। আবু ইমরান হতে বর্ণনাকারী মাজহুল। তার নাম মুহাম্মাদ ইবনু আব্দির রহমান সুলামী। হাফিয ইবনু হাজার তার এ বক্তব্যকে “লিসানুল মীযান” গ্রন্থে সমর্থন করেছেন।

হাদিসের মান: জাল (Fake) পুনঃনিরীক্ষিত

পাবলিশারঃ তাওহীদ পাবলিকেশন

Link — https://www.hadithbd.com/hadith/link/?id=5551

হাদিসবিডির প্রজেক্টে অনুদান দিন